বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী **অন্নদাশঙ্কর রায়** সুরাবর্দীকে 'গুণ্ডাদের মন্ত্রণাদাতা' এবং বিশিষ্ট কামউনিস্ট নেত্রী **মণিকুন্তলা সেন** 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জেনারেল' বলে অভিহিত করেন।

মতামত

মৌলানা আজাদ লিখছেন "ভারতের ইতিহাসে ১৬ই আগস্ট ছিল এক কলঙ্কময় দিন। হিংসান্মত্ত জনতা যেভাবে কলকাতা মহানগরীতে রক্তগঙ্গা, নরহত্যা আর সন্ত্রাসের ঢল বইয়ে দিল, সে জিনিস ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও হয় নি। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মারা গেল। জখম হল হাজার হাজার লোক এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হল। লীগের বার করা মিছিল লুটপাট আর গৃহদাহে মেতে উঠল। দেখতে দেখতে সারা শহর উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের হাতে চলে গেল।"[১] **মৌলানা আজাদ** আরও বলেন যে, এই ঘটনা ইতিহাসের মোড় একেবারে ঘুড়িয়ে দিল এবং কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সকল চেষ্টা তিরোহিত হল।[২] ক্রমে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ল বোম্বাই, পূর্ববঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী সর্বত্র।

■ ***অন্তর্বর্তী সরকার*** ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। জওহরলাল হলেন এই সরকারের উপ-সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার ১২ জন সদস্যের মধ্যে ছ'জন ছিলেন কংগ্রেসের। তাঁরা হলেন—জওহরলাল নেহরু, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শরৎচন্দ্র বসু এবং আসফ আলি। অন্যরা হলেন—সর্দার বলদেব সিং (শিখ), ড. জন মাথাই (ভারতীয় খ্রিস্টান), স্যার সাফাৎ আহম্মদ খান ও সৈয়দ আলি জাহির (লীগ-বহির্ভূত মুসলিম), সি. এইচ. ভাবা (পার্শি) এবং ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি (অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান)। মুসলিম লীগ প্রথমে এই সরকারে যোগদান করে নি। কংগ্রেসের হাতে একক ক্ষমতা চলে যাক এটা ব্রিটিশ সরকারও চাইছিল না। তাই লর্ড ওয়াভেল বারংবার চেষ্টা করছিলেন যাতে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। অপরপক্ষে, মন্ত্রিসভায় যোগদান না করার ফলে কংগ্রেসের একক ক্ষমতাবৃদ্ধি জিন্নাও ভাল নজরে দেখেন নি। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে এতে হয়তো মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব সরকারে যোগদানকারী মুসলিম সদস্যদের হাতে চলে যাবে। এই অবস্থায় কিছু দর-কষাকষির পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের অনুরোধে ২৬শে অক্টোবর লীগের পাঁচজন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। এঁরা হলেন—লিয়াকৎ আলি খাঁ, চুন্দ্রীগড়, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খাঁ ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মনোনয়ন ছিল কংগ্রেসের মুসলিম প্রতিনিধি (আসফ আলি) মনোনয়নের প্রত্যুত্তর। মণ্ডলের মনোনয়ন থেকেই পরিষ্কার যে বিবাদের মনোভাব নিয়েই লীগ মন্ত্রিসভায় ঢুকেছে। লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকৎ আলি খাঁ স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, "আমাদের সযত্নলালিত বাসনা পাকিস্তান অর্জনের লড়াইয়ে একটি শক্ত ভিত্তিভূমি পাওয়ার

মন্ত্রিসভা

লীগের যোগদান